**খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিতব্য প্যাট্রোল ক্র্যাফট**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

খুলনা শিপ ইয়ার্ড, শনিবার, ২১ ফাল্গুন ১৪১৭, ০৫ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

নৌবাহিনী প্রধান,

কূটনীতিকবর্গ,

খুলনা শিপ ইয়ার্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ও শ্রমিক ভাইয়েরা,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম স্থানীয়ভাবে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার এই ঐতিহাসিক মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী জাতীয় চার নেতাকে। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাৎবরণকারী বীর শহীদ এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাকে। শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনসহ নৌ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

নৌবাহিনীর সামগ্রিক উন্নয়নে আমরা গত শাসনামলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করি। ১৯৯৯ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ডকে নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করি।

সে সময় শিপইয়ার্ডের লোকসান ছিল প্রায় ৭০ কোটি টাকা। ঋণে জর্জরিত প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন পর্যন্ত প্রদান করা সম্ভব হচ্ছিল না।

নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তরের পরের বছরই খুলনা শিপইয়ার্ড ঘুরে দাঁড়ায়। সরকারকে ৮৮ লাখ টাকা কর পরিশোধ করে। কয়েক বছরের মধ্যেই সকল ঋণ পরিশোধ করে খুলনা শিপইয়ার্ড একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

গত বছর খুলনা শিপইয়ার্ড নীট লাভ করেছে ১০ কোটি টাকারও বেশি। বিগত ১০ বছরে দেনার ৭০ কোটি টাকা পরিশোধ করে নীট ৪৬ কোটি টাকা মুনাফা লাভ করেছে। এ সময়ে বিদ্যুৎ, পৌরকর এবং ট্যাক্স বাবদ ২১ কোটি টাকা প্রদান করেছে। নৌবাহিনীকে হস্তান্তরের পর এ পর্যন্ত খুলনা শিপইয়ার্ডে ৩৪৮টি জাহাজ মেরামত, ৫৭টি নতুন জাহাজ ও পণ্টুন নির্মাণ, ১৬০টি ম্যানুফ্যাকচারিং, ৩৮টি ফাউন্ড্রি কাজসহ বিভিন্ন কাজ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে।

মুনাফার অর্থ দিয়ে সংযোজন করা হয়েছে নতুন মেশিন, মোবাইল ক্রেন ও ইউটিলিটি যানবাহন। গ্রাহক সন্তুষ্টির একটি অত্যাধুনিক কাস্টমারস এ্যাকোমোডেশন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

শিপইয়ার্ডের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বহুমুখী করার অংশ হিসেবে বরফ কল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিএ-এর দুইটি ড্রেজারের পুনর্বাসন কাজ খুলনা শিপইয়ার্ডে সম্পন্ন হয়েছে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ক্রয় করা এ দুটিই ছিল বাংলাদেশের প্রথম ড্রেজার।

সুধিমন্ডলী,

খুলনা শিপইয়ার্ডের লাভের সিংহভাগ শ্রমিকদের কল্যাণ এবং এই প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে।

বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে এ প্রতিষ্ঠানটি। শিপইয়ার্ডের নিজস্ব অর্থে এখানকার স্কুলের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণ এবং মাদ্রাসা ও মসজিদসমূহের উন্নয়ন করা হয়েছে।

খুব শিগগিরই খুলনা শিপইয়ার্ডের স্কুলে কলেজ শাখা চালু হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি শিপইয়ার্ডে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়েছে। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুব সমাজ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

আমি আশা করি খুলনা শিপইয়ার্ডের কার্যক্রম এ এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরও কার্যকর অবদান রাখবে।

সুধিমন্ডলী,

দেশের মাটিতে সর্বপ্রথম নিজস্ব শিপইয়ার্ডে ‘কিল লেয়িং' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৫টি অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের কাজ সূচনা হতে যাচ্ছে। এতে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

আমি আশা করি, এই যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ শিপইয়ার্ডের জন্য একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও আমাদের শিপইয়ার্ডে জাহাজ নির্মাণে আগ্রহী হবে।

আমি আশাবাদী, খুলনা শিপইয়ার্ড ভবিষ্যতে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রিয় শ্রমিক ভাই ও বোনেরা,

এই অসামান্য অর্জনের পুরো কৃতিত্ব আপনাদের। আপনাদের অদম্য মনোবল এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় খুলনা শিপইয়ার্ড আজ এতদূর এগিয়েছে।

বিগত ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্মতৎপরতার ফসল আজকের এই মুহূর্ত। আপনারা আবারও প্রমাণ করেছেন যে সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সুযোগ্য পরিচালনার অধীনে আপনারা দেশ গঠনে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

বিগত সরকারের আমলে শিল্প এলাকা হিসেবে খ্যাত এ দক্ষিণাঞ্চলের বহু শিল্প কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

জোট সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং অব্যবস্থাপনাই এজন্য দায়ী। আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর খুলনা অঞ্চলের রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আজকেই খালিসপুরে বন্ধ হয়ে যাওয়া পিপলস জুট মিল পুনরায় চালু করতে যাচ্ছি। পর্যায়ক্রমে বন্ধ হয়ে যাওয়া সব মিল-কারখানা আমরা চালু করব।

আমরা অচিরেই খুলনাকে আবারও একটি কর্মচঞ্চল শিল্পনগরী হিসেবে দেখতে পাব।

সমাগত অতিথিবৃন্দ,

দক্ষিণাঞ্চলে নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, মংলা বন্দর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং মৎসজীবী প্রতিষ্ঠানমূহের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল প্রতিষ্ঠান তথা সমগ্র দেশের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডকে একটি Strategic Asset হিসেবে চালু রাখতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর।

বিশ্ববাজারে জাহাজ নির্মাণের চাহিদা বাড়ছে। এ সুযোগকে কাজে লাগাতে ইতোমধ্যে জাহাজ শিল্পকে অন্যতম "Thrust Sector" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুযায়ী খুলনা শিপইয়ার্ড ভবিষ্যতে যুদ্ধ জাহাজসহ সকল ধরনের জাহাজ বিদেশে রপ্তানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে। বড় জাহাজ নির্মাণের সুবিধার্থে মংলার জয়মনি গোল এলাকায় প্রয়োজনীয় জমি ইতোমধ্যেই নৌবাহিনীকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আশা করি, নিজস্ব অর্থায়নে এখানে একটি আধুনিক ইয়ার্ড নির্মাণ করার ব্যবস্থা করা হবে।

১৯৯৯ সালে আমাদের সরকার খুলনা শিপইয়ার্ডকে নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের নীতিগত অনুমোদন দেয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই নির্মাণ কাজ বিগত সরকার স্থবির করে রেখেছিল।

আমরা সরকার গঠনের পরপরই সেই উদ্যোগ আবার হাতে নিয়েছিলাম। যা আজ বাস্তবে রূপ পেতে যাচ্ছে। বন্ধুপ্রতীম দেশ চীন থেকে আগত অতিথিদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বাস করি, খুলনা শিপইয়ার্ড Technology Transfer এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে উন্নতমানের জাহাজ নির্মাণে সক্ষম হবে। এর ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

প্রিয় শ্রমিক ভাই ও বোনেরা,

আমাদের সরকার আপনাদের সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। আপনাদের চাকুরির বয়সসীমা ইতোমধ্যে ২ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও আপনাদের পেশাগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা খুব শীঘ্রই প্রণয়ন করা হবে।

শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়নে এবং শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী সবধরণের বিষয় প্রতিকার করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করব।

মনে রাখবেন, এ শিপইয়ার্ড আপনাদের এবং এর অগ্রগতি অব্যাহত রাখার পবিত্র দায়িত্ব আপনাদের। কোন অশুভ শক্তি কিংবা দুষ্ট চক্রের হাতে পড়ে এই প্রতিষ্ঠানের গতি যেন আবারও ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

আপনার জানেন, রাশিয়ায়, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ব্রাজিল ও চীনসহ বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এরফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। যার প্রভাব আমাদের দেশেও কিছুটা পড়েছে।

কিন্তু আমরা নানাভাবে খাদ্যপণ্যের দাম সহনীয় রাখার চেষ্টা করছি। দুঃস্থ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী, ৬টি বিভাগীয় শহর এবং ৪টি জেলা শহরে  ওএমএস এর মাধ্যমে চাল বিক্রি করা হচ্ছে। ফেয়ার প্রাইস কার্ডের মাধ্যমে ১১ লাখ ১৮ হাজার পরিবারের মধ্যে প্রতি মাসে ২০ কেজি করে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হচ্ছে। চলতি মাস থেকে সারাদেশে ৩ লাখ ২ হাজার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও গ্রাম পুলিশের সদস্যকে ফেয়ার প্রাইস কার্ডের মাধ্যমে মাসিক ২০ কেজি করে চাল দেওয়া হচ্ছে।

দেশে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য মোট ১৯ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানির প্রক্রিয়া চলছে।

আমাদের চাহিদার সিংহভাগ খাদ্যশস্যই দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। সামান্য ঘাটতি-কে মূলধন করে ব্যবসায়ীরা অনেক সময় দাম বাড়িয়ে থাকে।

সেজন্য দেশকে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সারের দাম তিন-দফা কমিয়ে কৃষকের নাগালের মধ্যে আনা হয়েছে। সেচের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এক ইঞ্চি আবাদী জমিও পতিত রাখা যাবে না।

২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করব। আমরা স্বাধীনতার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

সকলের সহযোগিতায় ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা, নিরক্ষরতামুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলব। যেখানে থাকবে প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা। আপনাদের সবার জীবন কল্যাণময় হোক।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।